বিষয়ঃ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সেচ কাজে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত সেচ নীতিমালা-২০২৫।

কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার মাধ্যমে দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সেচ কাজে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণে চলতি সেচ মৌসুমে অপেক্ষমান সেচ সংযোগের আবেদন সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা এবং সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন সেচ সংযোগ প্রদান এবং পুনঃসেচ সংযোগের ক্ষেত্রে সহজ এবং অভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করার পাশাপাশি এ কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা।

২.০। উদ্দেশ্যঃ

- সেচ কাজে দ্রুত নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ এবং দ্রুততার সাথে পুনঃ সংযোগ প্রদান করা;
- সারাদেশে একই পদ্ধতিতে সকল সেচ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা;
- সেচ কাজে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করা।

৩.০। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক নতুন সেচ সংযোগ ও পুনঃসেচ সংযোগ প্রদানসহ এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ধাপসমূহ অনুসৃত হবেঃ

৩.১। সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কিত ধাপসমূহঃ

ক) বৈদ্যুতিক সেচ কার্যক্রমের জন্য আলাদাভাবে কোন সেচ মৌসুম থাকবে না। স্থানীয় এলাকার প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে বছরব্যাপী বৈদ্যুতিক সেচ কাজ পরিচালিত হবে। বছরব্যাপী সেচ সংযোগের সকল আবেদনকারীকে দ্রুত সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) আউশ, আমন ও বোরো ধান উৎপাদনের পাশাপাশি আখ ও আলু পিয়াজ, রসুন, ডাল, তেল জাতীয় ফসল, হলুদ, আদা, শাক-সবজি, মৌসুমী ফুল-ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে সকল ধরণের কৃষিকর্ম সেচ কার্যের আওতাভূক্ত হবে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের সর্বশেষ জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পসমূহ এলটি-বি এবং কৃষিভিত্তিক মৌসুমী ক্ষুদ্র শিল্প এলটি-সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এ সংক্রান্ত বিষয় সময়ে সময়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

গ) প্রতিটি সমিতিকে সেচ গ্রাহকদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ সেচ পাম্পের শ্রেণিওয়ারী ও ক্যাপাসিটি ভিত্তিক তালিকা প্রণয়নপূর্বক তা সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ও বিধি-বিধানের আলোকে প্রদত্ত উপজেলা সেচ কমিটির ছাড়পত্র এবং জমির মালিকানা নিশ্চিত হয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে দ্রুত নতুন সেচ সংযোগ প্রদান করতে হবে।

ঙ) সেচ কমিটির অনুমোদন ব্যতিত বোরিং স্থান পরিবর্তন করা হলে নতুন সংযোগ প্রদান করা যাবে না এবং বিদ্যমান সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কোন কারণে সাময়িকভাবে গ্রাহকের সেচ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে কেবলমাত্র সংযোগ বিচ্ছিন্নের অব্যবহিত পরবর্তী বছরে পুনঃসংযোগের সময় নতুন করে উপজেলা সেচ কমিটির ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না। উল্লেখ্য, উপজেলা সেচ কমিটির ছাড়পত্র সহজীকরণ ও হয়রানিমুক্ত করণের জন্য স্ব-স্ব পবিস কর্তৃক জেলা প্রশাসক, জেলা কৃষি অফিসার, জেলা বিএডিসি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। সেচ যন্ত্রের বোরিং দূরত্বের (একটি হতে অপরটির দূরত্ব) বিষয়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক যাতে ছাড়পত্র প্রদান করা হয় সে বিষয়ে পবিসের প্রতিনিধি হিসেবে সেচ কমিটির সভায় বা উপজেলা/জেলা সমন্বয় সভায় বিষয়টি অবহিত করতে হবে।

চ) সংযোগ প্রত্যাশী যে গ্রাহক উপজেলা সেচ কমিটির ছাড়পত্র আগে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে জমা প্রদান করবেন তিনি নতুন সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। একইসাথে উপজেলা সেচ কমিটির ছাড়পত্র পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে জমা হওয়ার সাথে সাথে সমিতির সদস্য সেবা বিভাগ কর্তৃক তা রেজিস্টারে এন্ট্রিপূর্বক ক্রম তৈরি করতে হবে এবং রেজিষ্টারের ক্রম অনুযায়ী দ্রুততার সাথে সংযোগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

ছ) কোন কোন এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির লেয়ার নিচে নেমে যাওয়ার কারণে লোড বৃদ্ধি তথা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হর্স পাওয়ারের মোটরের প্রয়োজন দেখা দিলে সাব-মারসিবল পাম্প স্থাপন করতে হতে পারে; এক্ষেত্রে সেচ পাম্পটি অবশ্যই কমান্ডিং এরিয়ার মধ্যে এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা অনুসরণের শর্ত সাপেক্ষে পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজারগণ প্রয়োজনীয় লোড বৃদ্ধির অনুমোদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত লোডের প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার পবিস কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। তবে, লোড বৃদ্ধির মাধ্যমে উক্ত

নির্বাহী কমিটির সভা নং ১৪/২০২৫
তারিখঃ ১২/১২/২০২৫
সিদ্ধান্ত নং ০২/১৪/২০২৫

সেচ সংযোগ হতে কোনক্রমেই অন্য শ্রেণীর কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার যাতে না হয় সে বিষয়টি সমিতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক মনিটরিং ও নিশ্চিত করতে হবে।

জ) বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিআরডিবি-এর নিকট হতে যে সকল সেচ সংযোগের জন্য ডিমান্ড নোটের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে; সে সকল পাম্পে সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারক্রম তৈরীপূর্বক সংযোগ প্রদান করতে হবে। তবে, সঠিক মানের (appropriate size) ক্যাপাসিটর স্থাপনপূর্বক যথাযথ পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান নিশ্চিতপূর্বক বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিআরডিবি'র পাম্পে সংযোগ দিতে হবে। এছাড়া, প্রতিটি পাম্পে পবিসের প্রতিনিধিগণের সরেজমিনে উপস্থিতির মাধ্যমে সঠিক মানের (appropriate size) ও কার্যক্ষম ক্যাপাসিটর স্থাপন করা আছে কি-না এবং পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান যথাযথ আছে কি-না তা সমিতি কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। সার্বিক বিষয়টি সমিতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক মনিটরিং করতে হবে।

ঝ) নতুন বা পুরাতন সেচ গ্রাহকের জন্য স্থাপিত ট্রান্সফরমার হতে অন্য কোন শ্রেণীর গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা যাবে না। তবে, বিদ্যমান মিশ্র গ্রাহক সংযুক্ত ট্রান্সফরমারে লোড থাকা সাপেক্ষে অথবা মিশ্র গ্রাহক সংযুক্ত ট্রান্সফরমার আপগ্রেড করে সেচ সংযোগ দেয়া যাবে।

ঞ) মৌসুমের মাঝখানে সংযোগ প্রদান/বিচ্ছিন্নসহ সকল ক্ষেত্রে পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩৩ এবং বিইআরসি'র সর্বশেষ নীতিমালা অনুসরণসহ সংযোগ বিচ্ছিন্নের ক্ষেত্রে মাঠের ফসল যাতে ক্ষতিগ্রস্থ/বিনষ্ট না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩৩ এর আলোকে সেচ সংযোগের ট্রান্সফরমার উঠানো ও নামানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থ সেচ গ্রাহক কর্তৃক জমা প্রদান সাপেক্ষে পবিসের নিজস্ব জনবল দ্বারা ট্রান্সফরমার উঠানো ও নামানোর কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। তবে, কোন অফিসের বিপরীতে একই সময়ে অধিক পরিমান ট্রান্সফরমার উঠানো ও নামানোর প্রয়োজন দেখা দিলে তা মিনি ঠিকাদারের মাধ্যমে বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ট) মাঠ পর্যায়ে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে সরেজমিনে তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় বা বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গঠিত অঞ্চলভিত্তিক টিম বিভিন্ন পবিস পরিদর্শন করবেন। স্ব-স্ব পবিস কর্তৃক উক্ত টিমকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৩.২। লাইন নির্মাণ ও মালামাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধাপসমূহঃ

ক) সমিতির নির্মিত লাইন এবং ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় নির্মিত এলটি/এইচটি লাইন হতে সেচ সংযোগ প্রদান করতে হবে। তবে এলটি লাইন কনর্ভাশন বা পুশ পোল স্থাপনের প্রয়োজন হলে নির্মাণ ব্যয় গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ সাপেক্ষে পবিস কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় তা তৈরি করা যেতে পারে।

খ) আবেদনপ্রাপ্ত নতুন সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত লোডের প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার, ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ, সার্ভিস ড্রপ (১৩০ ফুট), মিটার ও মিটার সকেট পবিস কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ ও স্থাপন করতে হবে। লাইনে বিদ্যমান ০৫ কেভিএ ট্রান্সফরমারের ০.৫% অথবা সকল স্টোরের মোট মজুদ ৩০ টি (যা বেশি হয়) এবং ১০ কেভিএ ট্রান্সফরমারের ০.৫% অথবা সকল স্টোরের মোট মজুদ ৫০ টি (যা বেশি হয়) ট্রান্সফরমার সমিতি স্টোরে মজুদ থাকা অবস্থায় কোনক্রমেই গ্রাহককে দিয়ে ট্রান্সফরমার ক্রয় করানো যাবেনা। দ্রুত সেচ সংযোগের স্বার্থে কেবলমাত্র এরূপ পরিস্থিতিতে উল্লেখিত অবস্থার ব্যত্যয় ঘটলে গ্রাহক কর্তৃক ট্রান্সফরমার ক্রয় করানো যাবে। তবে নীতিমালায় বর্ণিত সংখ্যক ট্রান্সফরমার মজুদ থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকের ক্রয়কৃত ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে সেচ সংযোগ প্রদান করা হলে দায়ী সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ) পবিস স্টোরে ফিউজ কাট আউট মজুদ না থাকলে চলমান সেচ মৌসুমে সেচ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে সমিতি কর্তৃক বাপবিবো স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এ সকল মালামাল ক্রয়পূর্বক সেচ কার্যাদি সম্পন্ন করা যেতে পারে। এছাড়া, জরুরি প্রয়োজনে পবিস স্টোরে ফিউজ কাট আউট মজুদ না থাকলে সংশ্লিষ্ট পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার এর প্রত্যয়ন সাপেক্ষে দ্রুত সংযোগ প্রদানের স্বার্থে গ্রাহক কর্তৃক বাপবিবো স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে ফিউজ কাট আউট সংগ্রহের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়কৃত ফিউজ কাট আউট পরীক্ষাপূর্বক গুণগত মান নিশ্চিত হতে হবে। এ সকল মালামাল ক্রয়পূর্বক সমিতিতে জমা সাপেক্ষে সেচ কার্যাদি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ঘ) ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় শুধুমাত্র সেচ সংযোগের লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে লাইন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাদি পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার পর্যায়ে নিষ্পন্ন হবে। ০৩ স্প্যানের অধিক লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে নিষ্পন্ন পরবর্তী এসইএন্ডডি পরিদপ্তর-কে অবহিত করতে হবে। উল্লেখ্য, সেচ সংযোগের লাইন নির্মাণ/ডিজাইন এর ক্ষেত্রে যথাসম্ভব এলটি লাইন পরিহার করতে হবে এবং কারিগরী বিভিন্ন দিক বিবেচনায় লাইন ডিজাইনের ক্ষেত্রে রুলিং স্প্যান ৭০ মিটারের (বিশেষত বেয়ার লাইন) মধ্যে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নির্বাহী কমিটির সভা নং ৮৪/২০২৪
তারিখঃ ১২/১২/২০২৪
সিদ্ধান্ত নং ০২/৮৪/২০২৪

ঙ) ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় লাইন নির্মাণের বিপরীতে টিএসআর করতঃ দ্রুত ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে। এছাড়া, আবেদিত সেচ পাম্পটি বিদ্যমান সেচ পাম্পের কমান্ডিং এরিয়ার (কৃষি মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জারিকৃত গেজেটের আলোকে) মধ্যে স্থাপিত হবে কি-না তার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। যদি কোন কারণে আবেদিত সেচ পাম্পটি বিদ্যমান সেচ পাম্পের কমান্ডিং এরিয়ার মধ্যে হয়, তবে এ বিষয়ে উপজেলা সেচ কমিটির নিকট পত্রের মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। উক্ত কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে বিষয়টি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

চ) বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিআরডিবিসহ এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নে পবিস কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্কের নীতিমালায় উক্ত লাইন নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে। তবে সেচ সংযোগ সহজীকরণের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক লাইন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহারতব্য মালামাল ও লাইনের ডিজাইন বাপবিবোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণের শর্তে বিষয়টি সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/ জেনারেল ম্যানেজার এর পূর্বানুমোদনক্রমে করতে হবে।

ছ) শুধুমাত্র সমিতির স্টোরে প্রযোজ্য সাইজের ট্রান্সফরমার (নতুন/মেরামতকৃত) মজুদ না থাকলে জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার এর প্রত্যয়ন সাপেক্ষে গ্রাহক কর্তৃক বাপবিবো'র স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ট্রান্সফরমার ক্রয়পূর্বক সমিতিতে জমা প্রদান করতে পারবে এবং সমিতি কর্তৃক উক্ত ট্রান্সফরমার ওয়ার্কশপে পরীক্ষা করতঃ গ্রাহক প্রান্তে স্থাপন করবে। গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৫ কেভিএ ট্রান্সফরমারের মূল্য ৪০,০০০.০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা এবং ১০ কেভিএ ট্রান্সফরমারের মূল্য ৬০,০০০.০০ (ষাট হাজার) টাকা বা গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়কৃত মূল্য (উভয় ক্ষেত্রে যা কম হয়) গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সমন্বয়পূর্বক গ্রাহককে ফেরৎ প্রদান করতে হবে।

জ) সেচ মৌসুম চলাকালীন কোন সেচ গ্রাহকের ট্রান্সফরমার চুরি হলে তাৎক্ষনিকভাবে তা প্রতিস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন গ্রাহক যদি ট্রান্সফরমারের সমুদয় মূল্য এককালীন পরিশোধ করতে অসমর্থ হন, তবে গ্রাহকের আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত অর্থ কিস্তিতে প্রদানের সুযোগ দেয়া যাবে অথবা স্টোরে ট্রান্সফরমার জমা না থাকলে জরুরি বিবেচনায় গ্রাহক কর্তৃক বাপবিবোর্ডের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ট্রান্সফরমার ক্রয়পূর্বক সমিতিকে সরবরাহ করলে সমিতি তা টেষ্টপূর্বক বাপবিবো'র নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রাপ্তি সাপেক্ষ লাইনে স্থাপন করতে পারবে।

ঝ) ১৩০ ফুটের অধিক দূরত্বে ইতোপূর্বে যে সকল সেচ গ্রাহককে সার্ভিস ড্রপের মাধ্যমে সংযোগ চলমান আছে সে সকল সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে যদি বাপবিবো/পবিস কর্তৃক নিকটবর্তী স্থায়ী বিদ্যুৎ লাইন নির্মিত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সমিতির নির্মিত লাইন হতে বোরিং এর স্থান পরিবর্তন ব্যতীত পবিসের উদ্যেগে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ট্রান্সফরমার স্থানান্তরপূর্বক সার্ভিস ড্রপের দৈর্ঘ্য কমিয়ে সংযোগ প্রদান করতে হবে।

ঞ) সমিতির স্টোরে বা ওয়ার্কশপে জমাকৃত নষ্ট ট্রান্সফরমারসমূহ দ্রুত মেরামত করে সেচ সংযোগে ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সমিতির বিতরণ লাইনে স্থাপিত বিদ্যমান ৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার ১০ কেভিএ বা প্রয়োজনীয় সাইজের ট্রান্সফরমার দ্বারা প্রতিস্থাপন (আপগ্রেড) করতঃ অপসারণকৃত উক্ত ৫ কেভিএ ট্রান্সফরমারসমূহ সেচ সংযোগের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

ট) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগলিক এলাকায় সকল গ্রাহকের নিকট হতে সেচ সংযোগের নতুন আবেদন বছরব্যাপী গ্রহণপূর্বক প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে মালামালের চাহিদা নিরুপন করতঃ সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বাপবিবো'র এমপিএসএস পরিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মালামাল বরাদ্দ গ্রহণের জন্য চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে হবে এবং বরাদ্দ পাওয়া না গেলে নিজ উদ্যোগে মালামাল সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩। কারিগরী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধাপসমূহঃ

ক) বর্তমান সেচ নীতিমালার আওতায় সকল সেচ আবেদনকারীর সংযোগ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে সমিতির উপকেন্দ্র এবং ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি ফিডার ওভারলোডের অজুহাতে সেচ সংযোগ বন্ধ রাখা যাবে না। ওভারলোডের কারণে কোন সেচ সংযোগ বন্ধ রাখতে হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং দ্রুত ওভারলোড নিরসন করে সেচ সংযোগ প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক/শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ) বিগত সেচ মৌসুম পর্যন্ত যে সকল সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, সে সকল সেচ যন্ত্রে সঠিক মানের ক্যাপাসিটর স্থাপনপূর্বক যথাযথ পাওয়ার ফ্যাক্টর নিশ্চিত করতঃ পুনঃসংযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই উপযুক্ত মানের এবং কার্যক্ষম ক্যাপাসিটর ব্যতীত নতুন ও পুনঃসংযোগ প্রদান করা যাবে না। পরবর্তীতে মাঠ পরিদর্শনকালে এর ব্যত্যয় পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ) গত বছর বা তৎপূর্বে অস্থায়ী সংযোগ শেষে গ্রাহকের বাড়িতে যে সকল সার্ভিস তার ও ট্রান্সফরমার সংরক্ষিত ছিল, তা চলতি বছরের সংযোগে ব্যবহার করা যাবে। তবে ট্রান্সফরমার পুনঃস্থাপনের পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক পবিস ওয়ার্কশপে

নির্বাহী কমিটির সভা নং...১৪/২০২৪
তারিখঃ.....১২/১২/২০২৪.....
সিদ্ধান্ত নং...০২/১৪/২০২৪.....

নিয়ে প্রিভেন্টিভ/রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। চলতি বছরে যদি উক্ত গ্রাহক পুনঃসংযোগ গ্রহণ না করেন, তবে জরুরি ভিত্তিতে ঐ সকল মালামাল পবিস স্টোরে ফেরৎ আনতে হবে এবং সেচ সংযোগের কাজে পুনঃব্যবহার করতে হবে। প্রিভেন্টিভ/রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য পরিবহণ ব্যতীত প্রয়োজনীয় কার্যাদি পবিস ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত হবে।

ঘ) নতুন সেচ গ্রাহকের লাইন নির্মাণসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ সঠিক সময়ে নিশ্চিত করার জন্য ওভারলোডেড লাইন/উপকেন্দ্রসমূহের আপগ্রেডেশন ও ট্রান্সফরমারসহ মেরামত কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে (লোড বিভাজন, ফিডার বিভাজন, ১১ কেভি লাইনে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নয়নে ক্যাপাসিটর স্থাপন ও ভোল্টেজ উন্নয়নে লাইন রেগুলেটর স্থাপন ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি) গণের সহায়তায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধাপসমূহঃ

ক) নতুন সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিনামূল্যে মিটার আইটেম (জে-৩৯ ও জে-৩) এবং মিটার সকেট (জে-৫) সরবরাহ করতে হবে এবং এর বিপরীতে গ্রাহকের নিকট হতে মিটার আইটেমের (জে-৩৯ ও জে-৩) জন্য বিইআরসি'র নীতিমালা অনুসারে প্রযোজ্য মাসিক মিটার ভাড়া আদায় করতে হবে। এছাড়া, পুরাতন সেচ গ্রাহকের মিটার পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সমিতি কর্তৃক বিনামূল্যে মিটার আইটেম (জে-৩৯ ও জে-৩) সরবরাহ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রেও বিইআরসি'র নীতিমালা অনুসারে প্রযোজ্য মাসিক মিটার ভাড়া আদায় করতে হবে।

খ) প্রাকৃতিক কারণে মিটার নষ্ট হলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিনামূল্যে মিটার সরবরাহ করতে হবে। গ্রাহকের হস্তক্ষেপে মিটার নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমানিত হলে গ্রাহক কর্তৃক সকল মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩০ এর বিধি মোতাবেক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া মিটার ও মিটার সকেট চুরির ক্ষেত্রে পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩০ এর বিধি মোতাবেক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিআরডিবিসহ এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মিটার (জে-৩৯), থ্রি ফেজ মিটার (জে-৩) এবং মিটার সকেট (জে-৫) এর বিপরীতে সিপিআর মূল্য বাবদ প্রযোজ্য অর্থ গ্রহণ সাপেক্ষে পবিস কর্তৃক এ সকল মালামাল সরবরাহ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার ও আনুষঙ্গিক মালামাল উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাপবিবো'র অনুমোদিত প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্রয়/সরবরাহ করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হতে হবে এবং টেষ্ট করে গ্রাহকপ্রান্তে স্থাপন করতে হবে।

ঘ) বিএডিসি, বিএমডিএ ও বিআরডিবিসহ এ সকল প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক লাইন ও স্থাপিত ট্রান্সফরমার নষ্ট/চুরি হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজ দায়িত্বে নষ্ট/চুরিকৃত বৈদ্যুতিক লাইন ও ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করতে হবে।

ঙ) সেচ খাতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বা গ্রাহকের সরবরাহকৃত ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক লাইন প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সকল ক্ষেত্রে বিনামূল্যে বৈদ্যুতিক লাইন ও ট্রান্সফরমার সরবরাহ করতে হবে এবং বিনামূল্যে ক্ষতিগ্রস্থ ট্রান্সফরমার মেরামত করে দিতে হবে।

চ) গ্রাহকের হস্তক্ষেপে (নিজে নিজে লোড বৃদ্ধি, পার্শ্ব সংযোগ প্রদান, ভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক স্থাপনায় সংযোগ প্রদান ইত্যাদি) ট্রান্সফরমার নষ্ট হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমানিত হলে গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং গ্রাহক কর্তৃক ট্রান্সফরমারের মূল্য বা মেরামত মূল্য (শতভাগ) পরিশোধ করতে হবে।

ছ) গ্রাহকের ক্রয়কৃত বা সমিতির সরবরাহকৃত ট্রান্সফরমার চুরি হলে গ্রাহক-কে নতুন ট্রান্সফরমার ক্রয় বা ট্রান্সফরমারের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

জ) সেচ সংযোগে ব্যবহৃত তার (গ্রাহকের নিকট রক্ষিত অবস্থায়) পুনঃসংযোগের পূর্বে চুরি অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হলে গ্রাহক কর্তৃক তা ক্রয়পূর্বক প্রতিস্থাপন করতে হবে অথবা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সরবরাহ করা হলে সেক্ষেত্রে মালামালের ১০০% মূল্য গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে।

ঝ) কোন গ্রাহক সেচ সংযোগ গ্রহণ করে সেচ ব্যতীত অন্য ক্যাটাগরিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে প্রযোজ্য সকল জরিমানাসহ ব্যবহৃত সংযোগ ক্যাটাগরির জন্য প্রযোজ্য বিল গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করতে হবে।

ঞ) সেচ সংযোগ হতে অন্য কোন শ্রেণীর গ্রাহককে সংযোগ দেয়া যাবে না। এ নির্দেশ অমান্য করে কোন সেচ গ্রাহক সেচ সংযোগের পাশাপাশি অন্য ক্যাটাগরি বা মিশ্র ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে সে গ্রাহকের নিকট হতে সেচের জন্য প্রযোজ্য হারে বিল করার পরিবর্তে ব্যবহৃত ক্যাটাগরি পরিবর্তন করতঃ ব্যবহৃত ক্যাটাগরিসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ক্যাটাগরির জন্য প্রযোজ্য বিল আদায় করতে হবে।

ট) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে আবাসিক সংযোগ থেকে নিজ বাড়ীর আঙ্গিনা ও তৎসংলগ্ন এরিয়াতে ১.৫ হর্স পাওয়ারের মোটরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অনুমোদন গ্রহণ করতঃ সেচ কাজ চালানো যেতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের নীতিমালা'র

নির্বাহী কমিটির সভা নং- ২৪/২০২৪
তারিখঃ ১২/১২/২০২৪
সিদ্ধান্ত নং- ০২/২৪/২০২৪

আলোকে অবশ্যই আবাসিক শ্রেণীর বিল করতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোন পার্শ্ব সংযোগ হিসেবে জরিমানা আদায় করা যাবে না। এছাড়া, আবাসিক সংযোগ থেকে নিজের আঙ্গিনার জমি ব্যতীত অন্যের জমিতে সেচ দেয়া যাবে না।

৩.৫। প্রচার ও গ্রাহক উদ্বুদ্ধকরণ সম্পর্কিত ধাপসমূহঃ

ক) সেচের পানি সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে 'ওয়েট এন্ড ড্রাই পদ্ধতি', সঠিক মানের ক্যাপাসিটর স্থাপন, অফ-পিক আওয়ারে সেচ কার্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার ইত্যাদি জনপ্রিয় করতে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। এজন্য লিফলেট বিতরণ/মাইকিং/মোটিভেশন সভা/জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য সমন্বয় সভায় আলোচনা এবং কৃষি বিভাগের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

খ) পিক আওয়ারে (সন্ধ্যা ০৬.০০ ঘটিকা হতে রাত ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত) সেচ পাম্পসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত রাখার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেচ পাম্পগুলোতে রাত ১১:০০ টা হতে সকাল ৭:০০ টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং ঐ সময়ে সকল সেচ পাম্প চালু রাখার জন্য গ্রাহককে উৎসাহিত করতে হবে।

গ) সাধারণত গ্রীষ্মকালীন সময়ে সেচ কার্যক্রমসহ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। এ কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহকে এ সময় লোড ব্যবস্থাপনায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ঘ) সেচ নীতিমালার সার-সংক্ষেপ বিশেষ করে গ্রাহকগণ বিনামূল্যে কি কি সুবিধা পাবে; ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় গ্রাহক নিজ খরচে কতটুকু লাইন তৈরি করতে পারবে ও কি কি মালামালের খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে। এছাড়া পবিস সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মোবাইল নাম্বার ও প্রদেয় সেবাসমূহ; রাত ১১:০০ টা হতে সকাল ৭:০০ টা পর্যন্ত সেচ পাম্প চালু রাখা এবং বিদ্যুৎ ও সেচের পানি সাশ্রয়ীর লক্ষ্যে গ্রাহককে উৎসাহিতকরণ সম্পর্কিত প্রচার পত্র তৈরি করতঃ ব্যাপক প্রচার প্ররোচনা চালাতে হবে।

ঙ) জনসাধারণের জন্য সহজে বোধগম্য সেচ নীতিমালার সার-সংক্ষেপ প্রতি অফিসের সদর দপ্তর আঙ্গিনার দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টারের ন্যায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) জারিকৃত সেচ নীতিমালা জেলা/উপজেলার সংশ্লিষ্ট সকল অফিসকে সরবরাহ করতে হবে এবং বাপবিবো ও পবিসের ওয়েবসাইটে প্রচার করতে হবে।

ছ) সেচসহ যেকোন ধরনের অভিযোগ দ্রুত সমাধানের নিমিত্ত বাপবিবোর হটলাইন নম্বর "১৬৮৯৯" এ যোগাযোগের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারনা করতে হবে।

জ) নতুন সংযোজনঃ সেচ মৌসুমে প্রতিটি পবিসের হটলাইন নম্বরটি "সেচ গ্রাহক ডেডিকেটেড নম্বর" হিসেবে প্রতিটি অফিসের নোটিশ বোর্ড, স্ক্রল, স্থানীয় ডিশ চ্যানেল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে এবং উক্ত হটলাইন নম্বরটি অনুবৃত্তিক্রমে দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারীর দায়িত্বে ২৪/৭ ঘন্টা চালু রাখতে হবে।

৩.৬। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত মনিটরিং কার্যক্রমের ধাপসমূহঃ

ক) সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ তদারকির জন্য পবিস সদর দপ্তর/জোনাল অফিস/সাব-জোনাল অফিসের বিপরীতে যথাক্রমে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/সহকারী জেনারেল ম্যানেজারগণের নেতৃত্বে কমিটি গঠনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

খ) সেচ মৌসুমে সেচ সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ গ্রহণ এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বাপবিবোর্ডের কল সেন্টার ২৪/৭ খোলা থাকবে এবং হটলাইন নম্বর "১৬৮৯৯" ব্যবহার হবে। এছাড়াও বাপবিবোর্ডের সদর দপ্তরে প্রতি বছর একটি "কেন্দ্রীয় সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ" খোলা থাকবে।

গ) সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর, জোনাল অফিস ও সাব-জোনাল অফিসে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরী-সদর দপ্তর)/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম) গণের নেতৃত্বে "পবিস সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ" স্থাপন করতে হবে এবং এ সকল নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা সমিতির লোকবল দ্বারা দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর সকল সেচ গ্রাহকদের প্রদেয় বিদ্যুৎ বিলের উপর সীলের মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। স্ব-স্ব পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার সার্বিক বিষয়টি তদারকি করবেন।

ঘ) প্রতিটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি'র সেচ কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও সুপারিশ প্রণয়ন এবং এতদসংক্রান্ত সকল ধরণের যোগাযোগসহ সার্বিক বিষয়ে এজিএম (এমএস)-কে পবিসের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিযুক্ত করতে হবে। একইভাবে, বাপবিবোর সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তরের পরিচালক বাপবিবোর্ডের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হবেন।

নির্বাহী কমিটির সভা নং ১৪/২০২৪
তারিখঃ ২২/১২/২০২৪
সিদ্ধান্ত নং ০২/১৪/২০২৪

ঙ) সকল পবিসের আওতায় বোরো ও অন্যান্য সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ তদারকি এবং দ্রুত সেচ সংযোগ প্রদানসহ সার্বিক বিষয় মনিটরিং এর লক্ষ্যে নিম্নরুপভাবে একটি কেন্দ্রীয় সেচ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হলোঃ

১) সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাপবিবো - আহ্বায়ক।
২) নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব), বাপবিবো - সদস্য।
৩) প্রধান প্রকৌশলী (পঃ ও পঃ), বাপবিবো - সদস্য।
৪) নির্বাহী পরিচালক, বাপবিবো - সদস্য।
৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ওএমএন্ডডি), বাপবিবো - সদস্য।
৬) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবঃ পঃ (কেঃঅঃ/উঃঅঃ/দঃঅঃ/পূঃঅঃ/পঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো - সদস্য।
৭) পরিচালক, এমপিএসএস পরিদপ্তর, বাপবিবো - সদস্য ।
৮) পরিচালক, সিস্টেম অপারেশন (কেঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো - সদস্য সচিব।

চ) বর্ণিত কমিটির নিকট সময়ে সময়ে এতদসংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সেচ ঘন পবিসের বিপরীতে বোরো ও অন্যান্য সেচ মৌসুমে সেচ পাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ তদারকি এবং সমিতিতে প্রাপ্ত নতুন আবেদনসমুহের দ্রুত সেচ সংযোগ প্রদানসহ সার্বিক বিষয় নিবিড়ভাবে মনিটরিং এর লক্ষ্যে স্ব-স্ব পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন পরিদপ্তর কর্তৃক সেচ সংক্রান্ত সকল কার্যাদি মনিটরিং করতে হবে।

ছ) সেচ সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী যেকোন সময়ে মন্ত্রণালয় বা বিদ্যুৎ বিভাগ বা বাপবিবো হতে জারিকৃত পরিপত্র/নির্দেশনা যথাসময়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহকে অবহিত করা হবে।

৪.০। আলোচ্য সেচ নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং সমিতি কর্তৃক তা বাস্তবায়িত হবে।

17/12/24
(রওনক জাহান সাদিয়া)
সহকারী সচিব (পলিসি)
বাপবিবো,ঢাকা।

১৭/১২/২০২৪
মির্জা মরিয়ম জামান
উপ-সচিব (পলিসি)
বাপবিবো,ঢাকা।

১৭/১২/২৪
(লুনা শারমিন)
সচিব
বাপবিবো,ঢাকা।

নির্বাহী কমিটির সভা নং: ১৪/২০২৪
তারিখঃ ০১/১১/২০২৪
সি: ০২/১৪/২০২৪